266 ৫৭৪

শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ।

বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ

কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

সন ১৩০১ সাল।

কলিকাতা।

৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বরাট প্রেসে,

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বরাট কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

COOCH BEHAR STATE LIBRARY
NOV 1913
COOCH BEHAR.

ভূমিকা।

শ্রীজয়দেব-গোস্বামীর বিখ্যাত গীত-গোবিন্দের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ নাই বলিলেই হয়। এ পর্য্যন্ত কেবল রসময় দাস নামে জনৈক-ভক্ত-কৃত একখানি পদ্যানুবাদ বাঙ্গালায় মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু সেখানি বাস্তবিক অনুবাদ নয়; কেবল বাঙ্গালা পদ্যে মূলের ব্যাখ্যা। সেখানিকে গীত-গোবিন্দের বাল-বোধিণী-নামক টীকার বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালী-হস্ত-প্রসূত জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যের বাঙ্গালা অনুবাদ নাই বলিয়া আমরা এ কার্য্যে সাহস করিয়া অগ্রসর হইয়াছি।

সম্প্রদায়-বিশেষের মতে জয়দেবের ভাষা ও ভাব অনেকস্থলেই রুচি-বিরুদ্ধ। এজন্য হয়ত কেহ কেহ বর্ত্তমানকালে তাহার বাঙ্গালায় অনুবাদ অনুচিত বলিয়া মনে করিতে পারেন। সমাজের অবস্থা-ভেদে কাব্যের ভাষার ও ভাবের গতি ভিন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু কেবল সেই জন্যই যদি কোন প্রাচীন কাব্য বর্ত্তমান-কালের রুচিসঙ্গত না হয় তাহা হইলেই যে সে কাব্য প্রকৃত কবিত্বের আদর্শ হইতে পারে না এমত নয়। আমাদের মত এই যে পরিবর্ত্তনশীল সাময়িক রুচির অনুরোধে চিরন্তন বিশ্ব-বিমোহনকারী কবিত্বের অবমাননা করা উচিত নয়। এ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই অনেক

আন্দোলন সকল দেশেই হইয়াছে। কিন্তু সে বিষয় এখানে আলোচনা করা আমাদের অনাবশ্যক। কারণ আমরা যাঁহাদের জন্য এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি তাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা পার্থিব চক্ষে দেখেন না। সেই প্রকৃত-ভক্তগণের পরিতোষ হইলেই আমরা আমাদের এ পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

পরিশেষে বক্তব্য যে তমলুক-নিবাসী বিখ্যাত সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শান্তিপুর-দিগ্‌নগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী গানগুলিতে সুর ও তাল যোজনা করিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বন্দনা।

রাগ ভৈরবো। তাল ঠুংরি।

বন্দ নারায়ণ শ্রীমধুসূদন
গোলোক-বিহারী হরি।
বৈকুণ্ঠ বামন ব্রহ্ম সনাতন
দীনেশ দনুজ-অরি।
মুকুন্দ মাধব যজ্ঞেশ যাদব
কেশী-কংস-বিনাশন।
কলুষ-বারণ কমল-লোচন
কৃষ্ণ অরিষ্ট-দমন।
অচ্যুত মুরারি ভব-ভয়-হারী
শ্রীধর শ্রীনিকেতন।
কালিয়-গঞ্জন যোগীন্দ্র-রঞ্জন
বিষ্ণু বিপদ-ভঞ্জন।
ত্রিভুবন-গতি ত্রিভুবন-পতি
ত্রিভুবন-বিমোহন।
স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্ব জীবে সম
নির্ব্বিশেষ নিরঞ্জন।
খগেশ-বাহন দৈত্যেশ-দলন
নবীন-নীরদ-শ্যাম।
সৃজন-পালন প্রলয়-কারণ
শ্রীগোবিন্দ গুণ-ধাম।

সর্ব্ব-সুশোভন যশোদা-জীবন
কেশব করুণা-সিন্ধু।
সরসিজাসন শমন-শাসন
কমলা-কুমুদ-ইন্দু।
বন্দূক-অধর পীতাম্বর-ধর
চন্দন-চর্চ্চিত-অঙ্গ।
সুন্দর-বরণ ইন্দীবরানন
অনঙ্গ-গরিমা-ভঙ্গ।
রাধিকা-রমণ মুরলী-বদন
বৃন্দাবন-বন-চারী।
শ্রীনন্দ-নন্দন জয় জনার্দ্দন
ব্রহ্ম-গোপ-বেশধারী।

—

শ্রীশ্রীরাধিকা-বন্দনা।

রাগ ভঁয়রো। তাল ঠুংরি।

বন্দ ব্রজেশ্বরী বিশ্বেশ-সুন্দরী
ভানু-নরেশ্বর-বালা।
কুঞ্জ-বিহারিণী মঞ্জীর-ধারিণী
শ্যাম-তনু-হেম-মালা।
গোপ-বিলাসিনী গোলোক-বাসিনী
মাধব-মোহন-কান্তি।

সর্ব্ব-সুশোভিনী কেশব-তোষিনী
তাপস-মানস-শান্তি ।

চারু-নিতম্বিনী কুঞ্জর-গামিনী
বিশ্ব-বিলোচন-লোভা ।

পীন-পয়োধরা বন্ধু-জীবাধরা
ইন্দু-বিনিন্দিত-শোভা ।

বিশ্ব-বিরঞ্জিনী বিঘ্ন-বিভঞ্জিনী
চঞ্চল-কাঞ্চন-হারা ।

শীধুধরাননা নীরজ-লোচনা
নিত্য-নিরঞ্জন-দারা ।

চঞ্চল-কুণ্ডলা চাঁচর-কুন্তলা
বংশী-বিনিন্দিত-নাশা ।

রাস-রসেশ্বরী গোকুল-ঈশ্বরী
কোকিল-কূজিত-ভাষা ।

বেণু-বিনোদিনী মোক্ষ-বিধায়িনী
পাপ-পয়োনিধি-পারা ।

রক্ষ রাধারাণী শর্ম্মদা সর্ব্বাণী
শ্যাম-সীমন্তিনী-সারা ।

শ্রীশ্রীজয়দেব-গোস্বামী-বন্দনা।

রাগিণী পিলু। তাল জৎ।

বঙ্গ-কাব্য-বনমালে নীল-কুবলয়
অন্তর তোমার শ্যাম-প্রেম-জ্যোতির্ম্ময়;
ভারতের জগতের গীতি-কাব্য-বনে,
তমাল-বিলাসী-কল-কোকিল স্বতানে।
চির-বসন্তের চারু বিহার-কানন
হৃদয় তোমার পুণ্য বৃন্দাবন-বন।

দুলিছে লবঙ্গ-লতা ধীর সমীরণে সেথা,
পুঞ্জে পুঞ্জে বসন্তের কুসুম ফুটিছে।
গোপিনীগণের সঙ্গে নাচে শ্যাম রাস-রঙ্গে,
কুলে কুলে কল কল কালিন্দী ছুটিছে।
সেই হৃদি-কুঞ্জবনে মাতাইয়ে প্রেম-গানে
মাধব-মুরলী কভু মধুর বাজিছে।
কিশোরী সে বাঁশী-স্বরে আগুসারি অভিসারে
তব হৃদি-কুঞ্জে শ্যাম-সঙ্গে বিহরিছে।
সেথা সদা ঘন-শ্যাম-রূপ বিরাজিত
হেরিছেন রাধারাণী হয়ে বিমোহিত।
কভু বা বাজিছে সেই হৃদি-কুঞ্জবনে
বিরহ-বিধুর-বংশী সুকরুণ-স্বনে;
সে বাঁশরী-রব যেন চক্রবাক-স্বর
তব হৃদি-বৃন্দাবন-সরোবর-পর।

কভু প্রেম-সম্মিলনে সুখ-প্রস্রবণ
ভাসায়ে জগত করে সুধা-বরষণ।
ভাঙ্গিতে মানিনী-মান কৌশল সুন্দর
প্রথমে দেখালে তুমি সুকবি-প্রবর।
বৃন্দাবন-বিহারের প্রিয় সহচর
ছিলে তুমি মাধবের, রসিক-প্রবর।
শুনেছিলে বুঝি তাঁর মুরলী·মোহন
দ্বাপরে যাহার স্বরে মাতে বৃন্দাবন।
কোন শাপ-বশে তাই আসি এ মরতে
পুন সেই বংশী-রব শুনালে জগতে।
'কুহকী-কল্পনা-বলে' করিলে সৃজন
কলিতে এ বঙ্গে দ্বাপরের বৃন্দাবন।
হীনবল মোরা বৃথা হয়েছি প্রয়াসী
দেখাতে এ বঙ্গে পুন সে লীলা প্রকাশি।
ছায়া-মাত্র তার যদি দেখাইতে পারি
গোসাঁই তোমার পদাম্বুজ অনুসরি,
সফল গণিব তবে মোদের জনমে
আশীর্ব্বাদ কর দেব এ দুই অধমে।

MAHARAJAH'S LIBRARY
23 NOV 1898
COOCH BEHAR.

শ্রীশ্রীগীত-গোবিন্দ।

প্রথম সর্গ।

"গগন হয়েছে পূর্ণ নীল-মেঘ-মালে,
অরণ্য শ্যামল-বর্ণ শ্যামল তমালে,
নিশাও প্রসারে হের স্বতিমির-পুঞ্জে ;
হে ভীরু শ্যামেরে তুমি লহ, গো, নিকুঞ্জে।"
শুনিয়া সখীর সেই সুখের আদেশ
চলেন নিকুঞ্জে রাই লইয়া প্রাণেশ ;
পথেতে বিবিধ কেলি করেন দুজনে
কলিন্দনন্দিনী-তীরে আনন্দে বিজনে।
হউক ভকত চিতে সুখের সঞ্চার,
জয় জয় রাধা-কৃষ্ণ নিকুঞ্জ-বিহার।

প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয় অর্থ।

কহিলেন গোপরাজ রাধিকার প্রতি,
"দেখহ, কিশোরি, নিশা আসিল সম্প্রতি,
গগন হইল পূর্ণ, নীল-মেঘ-মালে,
অরণ্য শ্যামল-বর্ণ শ্যামল তমালে ;

ভীরু এ গোপাল একা যাইবে কেমনে,
সঙ্গে লয়ে তুমি তারে যাহ গো ভবনে।”
সে আদেশ মতে রাধা বিনোদিনী সুখে
গোপালে লইয়া যায় গেহ-অভিমুখে ;
পথেতে কালিন্দি-কূলে প্রতি কুঞ্জ-বনে
বিজনে বিবিধ কেলি করেন দুজনে।
হউক ভকত-চিতে আনন্দ-সঞ্চার
জয় জয় রাধা-কৃষ্ণ-নিকুঞ্জ-বিহার।

পদ্মাবতী-চরণের প্রধান কিঙ্কর
শ্রীহরির সুচরিতে চিত্রিত অন্তর
কবি জয়দেব ভনে এ মধুর গীত,
কৃষ্ণের নিকুঞ্জ-লীলা যাহাতে বর্ণিত।

শ্রীহরি-চিন্তায় যদি মজে হে মানস,
প্রেম-লীলা-কীর্ত্তনেতে যদি মিলে রস ;
শুন তবে জয়দেব-রচিত সঙ্গীত,
সুকোমল সুমধুর অতি সুললিত।
বচন বিস্তারে পটু উমাপতি ধর,
শরণ জানেন মাত্র শব্দ-আড়ম্বর,
গোবর্দ্ধনে আদি বিনা অন্য রস নাই,
শ্রুতিধর ধোয়ী লেখে শুনে যাহা তাই ;
একা জয়দেব জানে বিশুদ্ধ রচনা
অর্থ-সহ যথা-যোগ্য শব্দের যোজনা।

প্রথম সঙ্গীত।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

প্রলয়-পয়োধি-নীরে তরণী হইয়া
অক্লেশে রক্ষিলে বেদে বক্ষেতে ধরিয়া,
তুমি মীন-মূরতি ধরি কেশব ভবেশ হরি।
ধরণী-ধরণ-ক্ষম বিপুল আকার
কঠিন পৃষ্ঠেতে ধর ধরণীর ভার,
তুমি কূর্ম্ম-মূরতি ধরি কেশব ভবেশ হরি।
প্রলয়ে রাখিলে নিজ দশন-শিখরে
মহীরে, কলঙ্ক যেন শশাঙ্ক-উপরে;
তুমি শূকর-রূপ ধরি কেশব ভবেশ হরি।
শ্রীকর-কমলে ধরি প্রখর নখর
বিদারিলে হিরণ্যকশিপু-কলেবর,
তুমি নৃসিংহ-রূপ ধরি কেশব ভবেশ হরি।
পদ-নখ-নীর তব ভুবন-পাবন—
ত্রিপাদ প্রসারি কর বলিরে ছলন,
তুমি বামন-রূপ ধরি কেশব ভবেশ হরি।
ক্ষত্রিয়-রুধির-নীরে করাইয়া স্নান
হরিলে মহীর পাপ, ওহে ভগবান,
তুমি ভার্গব-রূপ ধরি কেশব ভবেশ হরি।
দশ-মুখ-মুখাবলী ছেদিয়া হে রণে
প্রীতি-উপহার দিলে দিক্‌পালক-গণে,

তুমি রাম-মূরতি ধরি কেশব ভবেশ হরি।

বিশদ শরীরে ধর সুনীল বসন,
হলভয়ে কায়ে যেন যমুনা-মিলন,
তুমি হলায়ুধ-রূপ ধরি কেশব ভবেশ হরি।

পশু-বধ দেখি ওহে করুণা-নিধান
নিন্দিলে নিষ্ঠুর সব যজ্ঞের বিধান,
তুমি বুদ্ধ-শরীর ধরি কেশব ভবেশ হরি।

ধূমকেতু-সম কাল করবাল লয়ে
নিধন করিলে নিজে যবন-নিচয়ে,
তুমি কল্কি-মূরতি ধরি কেশব ভবেশ হরি।

জয়দেব-কৃত গীত সংসারের সার,
সুখদ শুভদ, ভক্ত, শুন বার বার,
জয় মূরতি-দশ-ধারী কেশব ভবেশ হরি।

বেদ উদ্ধারিলে তুমি মীন-রূপ ধরি,
কূর্ম্ম-রূপে বহিলে মহীরে পৃষ্ঠে করি,
বরাহ-রূপেতে দন্তে ধরায় রাখিলে,
নর-হরি-রূপ ধরি দৈত্যে বিদারিলে,
বলিরে ছলিলে ধরি বামন-মূরতি,
ক্ষত্র-ক্ষয় করিলে হে হয়ে ভৃগু-পতি,
রাম-রূপে দশাননে বিনাশ করিলে,
হলধর-রূপে করে হল ধরেছিলে,

জীবে দয়া দেখাইলে বুদ্ধের আকারে,
বিনাশিলে ম্লেচ্ছ-গণে কল্কি-অবতারে,
সাধিলে এ দশ কাজ দশ-রূপ ধরি,
হরি হে, চরণে তব প্রণিপাত করি।

দ্বিতীয় সঙ্গীত।

রাগিণী মিশ্র খাম্বাজ। তাল লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

("কত কাল পরে বল ভারত রে" এর সুর)

কমলা-কুচ-মণ্ডল-ধারণ হে,
বনমাল-সুকুণ্ডল-ভূষণ হে,
জয় ভাস্কর-মণ্ডল-মণ্ডন হে,
মুনি-মানস-চিন্তন-মোহন হে,
জন-রঞ্জন কালিয়-গঞ্জন হে,
যদু-বংশ-সরোরুহ-মণ্ডন হে,
নরকান্ত মুরারি খগাসন হে,
মধু-নাশন দেব-বিনোদন হে,
ভব-মোচন উৎপল-লোচন হে,
ত্রিদিবাদি-জগৎ-ত্রয়-কারণ হে,
মিথিলেশ-সুতা-প্রিয়-ভূষণ হে,
খর-দূষণ-রাবণ-নাশন হে,
নব-মেঘ-কলেবর-মণ্ডন হে,
গিরি-মন্দর-ধারণ শোভন হে,
কমলানন-চন্দ্র-চকোর তুঁ হে,
জয়দেব সুমঙ্গল গীত কহে।

আলিঙ্গিয়া কুচ-যুগ প্রিয়া কমলার
পড়েছে কুঙ্কুম-চিহ্ন হৃদয়ে যাঁহার ;
(মরিরে শোভিছে যেন কুঙ্কুম-আকারে
প্রিয়া প্রতি অনুরাগ বক্ষের উপরে ;)
যাঁহার হৃদয়ে রাজে স্বেদ-বিন্দু-চয়
জনমি অনঙ্গ-কেলি-ক্লান্তির সময় ;
ভক্ত-গণ, তোমাদের করুন কল্যাণ
সতত সে হৃষিকেশ করুণা-নিধান।

বসন্তে নিতান্ত জ্বলি মদন-জ্বালায়,
বাসন্তী-কুসুম-সম-সুকুমার-কায়
রাধা বিনোদিনী ভ্রমে কাননে কাননে
খুঁজিয়া প্রাণের সখা রাধিকা-রমণে ;
হেনকালে সহচরী আসি তাঁর পাশে
কহিলেন এই কথা সুমধুর-ভাষে।

তৃতীয় সঙ্গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল জৎ।

"বিমল-সলিলা সই যমুনার তীরে
বৃন্দাবন-বন-মাঝে নিকুঞ্জ-কুটীরে
নাচিছে রাখাল-রাজ যুবতী-সমাজে ;
বিরহি-হৃদয় দলি ঋতু-রাজ রাজে।
মৃদুমন্দ সুশীতল মলয়-সমীরে
কোমল লবঙ্গ-লতা দুলিছে সুধীরে।

অলিকুল-গুঞ্জরণে পূর্ণ বন-স্থলী,
সুধা-রাশি ঢালে কানে কোকিল-কাকলী;
চুমিছে মধুপ-কুল বকুল-মুকুলে,
বিচ্ছেদ-অনল দহে বিরহিনি-কুলে।
মৃগ-নাভি-গন্ধামোদে কানন পূরিত,
প্রমত্ত আজি গো কুঞ্জে যুব-জন-চিত।
তমাল-বিটপী-মাল অবিরল রাজে,
কোমল-মূরতি কিবা নব-দলে সাজে।
বিকাশে কিংশুক-চয় সে বন-মাঝারে,
মদন-নখর-সম যুবকে বিদারে।
কামের কনক-দণ্ড-সম ধরি শোভা
কেশর-কুসুম রাজে অতি মনোলোভা।
পাটলি-কুসুম পরে মধু পিয়ে অলি,
স্মরের তূণীর সম শোভে সে পাটলি।
তরুণ করুণ-চয় চৌদিকে বিকাশে,
লাজ-হীন জগ-জনে দেখি যেন হাসে।
কেতকী কণ্টকময় শোভে চারি ধার,
বিরহি-দলনে যেন কামের কুঠার।
মল্লিকা চামেলী মিশি মাধবিকা-সনে
পরিমল-বিতরণে রমিছে সে বনে।
পুলকিত সুশোভিত মুকুল-নিকরে
সহকারে মাধবিকা আলিঙ্গন করে।

তাপস-মোহন আজি বৃন্দাবন-বন
তরুণ-তরুণীগণ বিলাস ভবন।"
জয়দেব-কৃত এই বসন্ত-বর্ণন
শুনিয়া ভকত কর শ্রীহরি স্মরণ।

"মল্লিকা-কুসুমে করি অর্দ্ধ-বিদলন
পরাগ-নিচয় তার করিয়া হরণ,
পট্টবাস-প্রায় তাহে কানন আবরি,
বহে বায়ু কেতকীর পরিমল হরি;
পঞ্চ-শর-শর যেন করি প্রসারণ
দহে সে দুর্জ্জয় বায়ু বিরহির মন।
অহি-সহবাসে অতি হইয়া বিকল
চলেছে মলয়ানিল কৈলাস অচল;
তুষার-সলিলে সেথা অবগাহি কায়
হলাহল-জ্বালা যেন নিবাইতে চায়।
সহকার-তরু-শিরে নেহারি মুকুল
কুহু কুহু কূজনিছে মত্ত-পিক-কুল।
মধু-মাসে সহকারে হয়েছে মুকুল,
মধু-গন্ধে লুব্ধ সেথা জুটে অলি-কুল।
অলি-ভরে প্রকম্পিত সে মুকুল-পাশে
বসিয়া কূজনে পিক সুমধুর ভাষে।
সে সুরবে প্রবাসীর বিদরে শ্রবণ,
দিন যাপে স্বপ্নে পেয়ে প্রিয়া-আলিঙ্গন।"

যে হরির হৃদে আজি হয়েছে উদয়
নারী-আলিঙ্গনে প্রেম-তরঙ্গ-নিচয় ;
সে হরিরে দেখাইয়া কিছু দূর হতে
রাধিকারে পুন সখী কহে হেন মতে।

চতুর্থ সঙ্গীত।

রাগিনী মূলতান। তাল জৎ।

"বিলাস-আবেশে মুগ্ধা গোপী-গণ-সঙ্গে
বিহরিছে হরি রঙ্গে ভাসিয়ে রাস-তরঙ্গে,
শ্যাম-অঙ্গে পীতবাস চন্দন রাজিছে,
হাসি-মাখা গণ্ড-যুগে কুণ্ডল দুলিছে।
পীন-স্তন-ভার-ভরে আলিঙ্গিয়া সমাদরে
কোন বালা হরি সহ গাইতেছে গান
ললিত পঞ্চমে তুলি সুমধুর তান।
কেহ চায় এক-মনে হরির কমলাননে,
খেলিছে নয়ন যেথা বিলাসে চঞ্চল
অনঙ্গ-তরঙ্গে সবে করি ঢল ঢল।
গোপনে কথার ছলে মুখ দিয়া কর্ণ মূলে
কোন নিতম্বিনী তাঁর কপোলে পড়িয়া
চুম্বিছে বদন সুখে পুলকে পূরিয়া।
সেই যমুনা-পুলিনে বঞ্জুল নিকুঞ্জ-বনে
হেরি কৃষ্ণে কোন ধনী আবেশে কৌতুকে
টানিছে ধরিয়া তাঁর পীত বাস সুখে।

কেহ রাসে রস-রঙ্গে নাচিছে হরির সঙ্গে,
বেণু-গানে তাল দেয় তালি দিয়ে করে ;
চঞ্চল বলয় বাজে সুমধুর-স্বরে।
বিহরয় কার সঙ্গে, কার পিছু ধায় রঙ্গে,
চুম্বে কার মুখ, কারে করে আলিঙ্গন,
চাহে অপরার পানে সহাস-বদন।"
জয়দেব-বিরচিত এই সুমধুর গীত
করুক মঙ্গল সব ভকত জনের,
বৃন্দাবন-লীলা যাহে বর্ণিত কৃষ্ণের।

"মূর্ত্তিমান হয়ে যেন আপনি শৃঙ্গার,
হের সখি সুখে হরি করেন বিহার ;
নীলোৎপল-সম কম সুনীল সে কায়
আলিঙ্গি গোপিকাগণ কত সুখ পায়।"

বেষ্টিত হইয়া যত গোপিকা-নিকরে
বিহরেন হৃষিকেশ রাসে রস-ভরে ;
হেন কালে রাধারাণী আসিয়া সেথায়
প্রাণেশে বেষ্টিত দেখি রমণী-মালায়,
"সুন্দর আনন তব" স্তুতি-গান-ছলে
কহিয়া চুমিলা তাঁর বদন-কমলে।
প্রিয়ার চুম্বনে সেই সহাস-বদন
শুভদ সবার হোক, ওহে ভক্ত-গণ !

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ।

রাস-রসে যবে হরি করেন বিহার,
সবারে সমান ভাব দেখিয়া তাঁহার,
রাধা বিনোদিনী মনে মান উপজিল,
আপন প্রাধান্য-জ্ঞানে আঘাত বাজিল।
অভিমান-ভরে ধনী অন্য কুঞ্জে গিয়া
কতই বিষাদ গণি রহেন বসিয়া।
সুন্দর গুঞ্জরে সেথা মত্ত অলি-কুল,
শুনিয়া সে রব হয় পরাণ আকুল!
ডাকিয়া তখন রাই আপন সখীরে
এই কথা মান-ভরে কহে ধীরে ধীরে।

পঞ্চম সঙ্গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল কাওয়ালি।

" মধুর মুরলী বাজে মধুর অধরে,
অধর-সুধার ধার যেন্ তাহে ঝরে।
চঞ্চল লোচন যুগে ললাট শোভিত,
কনক-কুণ্ডলে কিবা কপোল মণ্ডিত।
স্মরিছে আমার মন সেই শ্যাম-রায়,
বিহরিছে রাসে যেন হাসায়ে আমায়।
চাঁদ-আঁকা শিখি-পাখা চাঁচর চিকুরে,
বাসবের ধনু যেন শোভে মেঘ-শিরে।
উল্লাসের হাসি-মাখা অরুণ অধর
গোপ-সীমন্তিনী-গণে চুম্বে নিরন্তর।

আলিঙ্গনে আমোদিনী নিতম্বিনী-দল,
তিমিরে অঙ্গের মণি করে ঝলমল।
ললাটে সুন্দর কিবা চন্দনের বিন্দু.
মেঘ-মালা-বিজড়িত যেন পূর্ণ-ইন্দু।
বিশাল বক্ষেতে কিবা বিমর্দ্দিত আজি
গোপ-নিতম্বিনী-গণ-উচ্চ-কুচ-রাজি।
মণির কুণ্ডল গণ্ডে শোভে পীতাম্বর,
মানব-দানব-সুর মুনি-মনোহর।
খেলেন কদম্ব-তলে চেয়ে মোর পানে,
অনঙ্গ-তরঙ্গ-ভরে চঞ্চল-নয়নে।
করেন যতন মোর রাখিবারে মন,
তাঁহার সে খেলা কলি-কলুষ-নাশন।"
জয়দেব-বিরচিত হরিরূপ-গান
শুন প্রেমবান লোক, পাবে পরিত্রাণ।

"আমারে নিদয় হয়ে অন্য নারী-গণ লয়ে
যদিও খেলিছে আজি সেই শ্যামরায়,
তবুও এ পোড়া মন চিন্তা করে অনুক্ষণ
গুণ তাঁর, দোষ কিছু ধরিতে না চায়।
না চাহে মোরে যে জন তাঁরি পরে তুষ্ট মন,
কভু রুষ্ট নহে, সখি ; এ ত বড় দায়।"

ষষ্ঠ সংগীত।

কীর্ত্তনের সুর—"আমার গায়ের বরণ লাগিয়ে"

এই সুরের মত। তাল গড় খেমটা।

"নিশার আঁধারে মিশিয়া কেশব
বসিয়া বিজনে যে কুঞ্জবনে,
আমায় এখনি লইয়া সেখানে
মিলাও, গো সখি, তাঁহার সনে।
নেহারিলে আমি চৌদিকে চমকি
অধীরা হইয়া মদন-শরে,
বিলাসের হাসি হাসিয়া প্রাণেশ
নাশিবে আমার সে কাম-জ্বরে।
প্রথম মিলনে শরমে মরিলে
তুষিবে সে মোরে মধুর ভাষে;
মধুর বচন শুনি মোর মুখে
হরিবে আমার কটির বাসে।
পল্লব শয্যায়, করিলে শয়ন,
শোবে এ হৃদয়ে—প্রিয় শয়নে—
চুম্ব আলিঙ্গন দিলে গো তাহায়
আলিঙ্গি চুম্বিবে মোর বদনে।
আবেশে যখন মুদিব লোচন
পুলকে পূরিবে তাহার মুখ,
শ্রম-বারি-ধারে পূরিলে এ দেহ,
পাইবে প্রাণেশ বিলাস সুখ।

কোকিলের সম কূজিলে মধুর,
রতি-তন্ত্র-জয় গণিবে মনে,
কুসুমিত কেশ পড়িলে এলায়ে,
দিবে নখাঘাত এ মোর স্তনে।
মণির নূপুর বাজিলে চরণে
কামকেলি হবে পূরণ তাঁর,
শিথিল মেখলা বাজিলে জঘনে
চুমিবে ধরিয়া চিকুর-ভার।
বিলাস-আবেশে হইলে অবশ
ঈষৎ মুদিবে নয়ন তাঁর,
এলাইয়া অঙ্গ পড়িলে আমার,
পাইবে প্রাণেশ সুখের সার।"
জয়দেব-কৃত বিরহ-বিধুরা
রাধার বিলাপ, বর্ণিত যাহে
মদন-মোহন নিধু-বন-লীলা;
ভক্ত-গণ সুখ লভ হে তাহে।

"গোপ-নিতম্বিনী-গণে হানিছেন একমনে
বঙ্কিম-নয়নে তীব্র কটাক্ষের শর;
হেনকালে দেখি মোরে, পড়েন বিষম ঘোরে,
শরমে সহাস-মুখ হয় মনোহর;
ঘামেতে কপোল তিতে, খসি করতল হতে
মোহন বাঁশীটী তাঁর পড়িল ধরায়;

পাইনু পরম সুখ হেরি সে হরির মুখ
গোপ-বালা-গণ মাঝে পূরিত লজ্জায়!
হের, লো সজনি, নব অশোক মুকুল
আমার নয়নে আজি হানিতেছে শূল ;
সরোবর উপবন হইতে পবন
বহিয়া আমার আজি দহিছে জীবন ;
সহকারে হের, সখি, হয়েছে মুকুল,
সুন্দর গুঞ্জরে যাহে মত্ত অলিকুল ;
তাহাও আজি লো মোরে নাহি দেয় সুখ,
বাড়িছে অসুখ মাত্র না হেরি সে মুখ।"

খসিয়াছে যাহাদের কবরী-বন্ধন,
মদন-আবেশ-ভরে সহাস-বদন,
বঙ্কিম-নয়নে হানে সোহাগের শূল
বাহু-তোলা-ছলে দেখাইয়া কুচমূল ;
দেখিয়াও কুঞ্জবনে সে গোপী-নিকরে
অনুরাগ বাড়িতেছে রাধিকার তরে
যে হরি হৃদয়ে আজি, সেই দয়াময়
ঘুচান ভক্তের সব অসুখ-নিচয়।

তৃতীয় সর্গ।

অনুরাগ-ভরে হরি করেন বিচার,
রাধার প্রণয় মাত্র প্রণয়ের সার ;

প্রেমাধার-রূপা সেই রাধিকারে মনে
চিন্তিয়া, ত্যজেন তিনি অন্য গোপী-গণে।
মদনে-তাড়নে অতি হইয়া কাতর,
প্রিয়া লাগি অনুতাপ করিয়া বিস্তর,
চারি-দিকে করি তাঁরে বহু অন্বেষণ,
কোথাও না পান হরি তাঁর দরশন।
যমুনা-পুলিন-কুঞ্জে একপাশে বসি,
বিলাপেন হৃষিকেশ স্মরিয়া প্রেয়সী।

সপ্তম সঙ্গীত।

কীর্ত্তন সুর, তোটক। তাল একতালা।

'নিরখি আমারে নারীর দলে
সরোষে প্রেয়সী গিয়াছে চলে।
বুঝিয়া স্বদোষ সভয়-মনে
বাধা নাহি দিনু তাঁর গমনে।
কি করিবে প্রিয়া মোর বিরহে,
সে ভাবনা এবে হৃদয় দহে।
কি কবে এবে সে মানিনী মোরে,
হরি হরি বড় পড়িনু ঘোরে।
যদি সে প্রেয়সী মোরে বিমুখ
ধন-জন-গেহে আছে কি সুখ?
রাগে রাঙ্গা সেই মুখ-কমল
এখনো মনেতে জাগে কেবল।

ভ্রূযুগল তাহে ভ্রমর-পাঁতি,
উদিছে মানসে দিবস রাতি।
কেঁদে কেঁদে কেন বেড়াই বনে,
হৃদে ভাবি সেই চাঁদ বদনে।
কোথা আছ, প্রিয়ে, রাগের ভরে,
না হেরে তোমারে সাধি কি ক'রে।
নিকটে যেন লো এসেছ ধনী,
কখন বা মনে এরূপ গণি।
ভাঙ্গিছে পুন সে ভ্রম তখনি,
আলিঙ্গন তব না পেয়ে ধনী।
আর কভু হেন হবে না দোষ,
দেখা দেহ, প্রিয়ে, ত্যজিয়া রোষ।
না হেরে তোমারে, ওলো সুন্দরি,
মদন-দহনে জ্বলিয়া মরি।"
কেন্দুবিল্ব-সিন্ধু-সম্ভব চাঁদ,
কবি-জয়দেব রচে এ ছাঁদ।

"বিরাজিছে হৃদে মোর মৃণালের হার,
ভুজঙ্গম ভ্রম তাহে হ'ল কি তোমার?
সুনীল নলিন মোর কণ্ঠে পায় শোভা,
তুমি কি বুঝেছ তাহা গরলের আভা?
হেরিছ অঙ্গেতে মোর সেই বিলেপন,
ভস্ম নহে, মনসিজ, দেখ এ চন্দন।

হানিও না মোর পরে, ওহে পঞ্চশর,
বিষম এ শর তব ; আমি নহি হর।

কাতর আমি হে এবে প্রিয়ার বিরহে,
আমারে পীড়ন তব সমুচিত নহে।
চূতাঙ্কুর-শরে নিজ ধরিয়া হে করে
সংযোজিত করনাক ধনুর উপরে।
ক্রীড়ায় মোহিত তব এ বিশ্ব-সংসার,
দুর্ব্বল-পীড়নে নাহি পৌরুষ তোমার।
কুরঙ্গ-নয়না-প্রিয়া-কটাক্ষের শরে
নিরন্তর দেয় জ্বালা এ পোড়া অন্তরে।

বুঝি পুনর্ব্বার কাম রাধারে অর্পিলা
ভ্রূ-ধনু অপাঙ্গ-শর কর্ণ-প্রান্ত-ছিলা ;
যে রাধা-প্রসাদে লভি এই অস্ত্র-চয়
অবহেলে করিলেন ত্রিলোক-বিজয়।

ভ্রূ-চাপে নিহিত তব কটাক্ষের শর,
কি বিচিত্র যদি দহে আমার অন্তর ?
কুটিল শ্যামল তব কবরীর ভার,
কি বিচিত্র দহে যদি মরম আমার ?
বিম্বাধর খানি তব সুরাগে রঞ্জিত,
কি বিচিত্র করে যদি চিত বিমোহিত ?
ইহাই বিচিত্র তব উচ্চ কুচ-দ্বয়
সরল হয়েও মোর প্রাণ-হর হয়।

মনে মনে হেন মোর হয় অনুমান,
পাই যেন প্রিয়ামুখ-কমল-আঘ্রাণ ;
হেরি যেন তাঁর স্নিগ্ধ চঞ্চল চাহনি,
শুনি যেন সুধা-মাখা সুকণ্ঠের ধ্বনি,
লভি যেন কোমল পরশে কত সুখ,
চুম্বি যেন বিম্বাধরে মধুর সে মুখ।
পূর্ণরূপে পেয়ে মনে প্রিয়া-সম্মিলন
তবুও বাড়িছে কেন বিরহ-বেদন ?”
ত্রিভঙ্গ-ভাবেতে কিবা নিকুঞ্জে দাঁড়ায়ে,
হেলায়ে মোহন চূড়া, কুণ্ডল দোলায়ে,
বাজান মোহন-রবে বাঁশরী শ্রীহরি ;
গোপীগণ মুগ্ধা শুনি সুস্বর-লহরী ;
সেই অবসরে কিবা রাধার উপর
মাঝে মাঝে হানিছেন কটাক্ষের শর।
মঙ্গল করুক সদা সুমঙ্গলময়
ভক্তগণ তোমাদের সে কটাক্ষ-চয়।

চতুর্থ সর্গ।

কলিন্দ-নন্দিনী-তীরে বেতস-কাননে
আছেন কেশব বসি সুবিষণ্ন মনে,
কাতর হইয়া অতি প্রিয়ার বিরহে ;
হেন কালে আসি সখী এই কথা কহে।

অষ্টম সঙ্গীত।

রাগিণী মিশ্র বিভাষ।—তাল কাওয়ালি।

(মধুকিন্নরের কীর্ত্তন "দেখিলাম শ্রীবৃন্দাবনে" সুর।)

"রাই তোমার বিরহে মরে, চন্দন না তাপ হরে,
সুধাংশু-মুখী কিশোরী কাতরা সুধাংশু-করে।
মলয়-সমীর আসে, রাধিকার প্রাণ নাশে ;
যেন অহি-সহবাসে বহে সে বিষের ভারে।
মনসিজ-শর-বিদ্ধ হৃদয়ে তোমারে রাখে,
বাঁচাতে তোমায়, হিয়া সজল সরোজে ঢাকে।
কোমল ফুল-শয্যায়, গণে শর-শয্যা প্রায়,
তথাপি শুয়েছে তায়(যেন)তোমায় পেতে ব্রত করে।
বহি সে মুখ-কমল ঝরে অশ্রু অবিরল,
রাহুর দংশনে যেন চাঁদের অমৃত ঝরে।
মৃগ-মদে আঁকে তোমা পঞ্চ-শর-সম ক'রে,
বসাইয়া মীনোপরে চূতাঙ্কুর দেয় করে।
কহে কাতর-বচনে, 'নাথ হে রাখ চরণে,
না যদি চাহ নয়নে শশধর(ও) দহে মোরে'।
ধ্যান-যোগে রাখি তোমা হৃদয়ে যতন ক'রে
কভু হেসে কভু কেঁদে পরিতাপ পরিহরে।"
জয়দেব কবি ভনে, শুনহে রসিক-জনে,
বিরহিনী রাধিকার সখী কি কহে শ্যামেরে।

"তোমার বিরহে অজি রাধা বিনোদিনী
বড়ই কাতরা, যেন ভীতা কুরঙ্গিনী;
কানন-সমান তাঁর হয়েছে ভবন,
বাগুরা-বেষ্টন যেন প্রিয় সখিগণ,
নিশ্বাস দহিছে তনু দাবানল প্রায়,
শার্দ্দূল-বিক্রমে কাম নাশিবারে ধায়।"

নবম সঙ্গীত।

রাগিণী সাহানা।—তাল জৎ।

("কেনরে বনের ফুল" সুরের মত।)

"পয়োধর-পরে রাজে যে চিকণ হার,
কৃশোদরী রাধার তা এবে অতি ভার;
কাতরা কিশোরী, হরি, বিরহে তোমার।
শরীরে শীতল স্নিগ্ধ চন্দন-লেপন
যাতনা দিতেছে তাঁরে বিষের মতন।
মদন-দহন-সম নিশ্বাস-পবন
প্রতপ্ত করিছে তাঁর তনু অনুক্ষণ।
তোমারে হেরিতে রাই চৌদিকে নেহারে,
নয়ন-নলিন-বারি দেহ-নালে ঝরে।
হুতাশন-সম সখী করিছে গণন
সুকোমল কিশলয়-শয়নে এখন।
কপোল পড়েছে ঢলে করতল-পর,
প্রদোষে নিশ্চল যেন বাল শশধর।

মরণ নিশ্চয় গণি বিরহ-বেদনে
অবিরত রত হরি-নাম-উচ্চারণে।”
শ্রীজয়দেবের এই সুললিত গান
শীতল করুক সদা প্রেমিকের প্রাণ।

—

“বিলাপ রোমাঞ্চ ভ্রম কম্প শিহরণ
প্রলাপ ভ্রমণ মূর্চ্ছা উত্থান পতন
হতেছে সতত এবে সেই শ্রীরাধার,
বড়ই প্রবল তাঁর বিরহ-বিকার।
সহচরী-গণ দিল নানা মুষ্টিযোগ,
কিছুতেই কমিল না সে বিষম রোগ।
ধন্বন্তরি-সম তুমি দিয়া রসায়ন
দয়া করি বাঁচাও হে সখীর জীবন।
সুর-বৈদ্য অপেক্ষাও তুমি হে নিপুণ,
আপন শরীরে ধর অমৃতের গুণ।
বাঁচিবেন রাই তব শ্রীঅঙ্গ-পরশে,
বাঁচাও তাঁহারে আশু গিয়া তাঁর পাশে।
নতুবা তোমারে আজি জ্ঞান হবে মোর,
বাসব-অশনি হতে যেন হে কঠোর।
শশাঙ্কে পঙ্কজে আর চন্দন লেপনে
বিষের সমান সখী গণিছেন মনে।
স্মরিলেও সেই সবে বাড়িছে বেদন,
তোমার চিন্তায় মাত্র জিয়ে এতক্ষণ।

জুড়ায় তোমার আশে ব্যাকুল সে প্রাণ
তব স্নিগ্ধ তনুখানি করিয়া ধেয়ান।
তিলেক বিচ্ছেদ তব যে না থাকে সয়ে,
নিমেষ না ফেলে নেত্রে অদর্শন-ভয়ে,
এ চির-বিরহে কিসে বাঁচিবে সে সখী
একালে চূতের কুলে মুকুল নিরখি।”

ইন্দ্রের পীড়ন হতে রক্ষিতে গোকুল
গোবর্দ্ধন-গিরি-বরে উপাড়ি আমূল
ধরিল যে ভুজ দর্প-ভরে শূন্য-পরে;
যে ভুজ চুমিয়া সুখে গোপিকা-নিকরে
ললাট-সিন্দুর-রাগে করিলা রঞ্জিত;
করুক সে ভুজ সদা তোমাদের হিত।

পঞ্চম সর্গ।

কহিলেন কৃষ্ণ, “আমি আছি এইখানে,
শীঘ্র করি যাও দূতি রাধা-বিদ্যমানে।
কহ গিয়া তাঁরে মোর বিনয় বচন,
বিধি-মতে সাধি হেথা কর আনয়ন।”
শুনি সেই কথা সখী গিয়া রাধা-পাশে
বিনয়-বচনে তাঁরে এইরূপে ভাষে।

দশম সঙ্গীত।

কীর্ত্তন সুর।—তাল একতালা।

"ঘোষত মলয়-সমীর কুসুম-শর-শাসন,
ফোটত কুসুম-নিকর বিরহি-জন-দলন;
সখি, কাতর তব বিরহে বনমালী।
রজত হিমাংশু-ময়ূখ বধত মুর-নাশন,
ঝরত কুসুম-সায়ক মথয়ি মধু-মথন।
বাড়ত বিরহ বেদন, নিশি নিশি নিপীড়ন,
গায়ত মধুকর-গণ শ্রবণ করি দহন।
জপত হরি তব নাম, ধরণি-তল-শায়ন,
ত্যজত্ সুললিত ধাম, গহন-বিপিণ-ভবন।"
শ্রীজয়দেব-বিরচিত হরি-বিরহ-বর্ণন
করুক সুরস-সিঞ্চিত তৃষিত-সুজন-মন।

"তোমার সহিত যেই নিকুঞ্জ কাননে
সিদ্ধি-লাভ হয়েছিল মদন-সাধনে,
পুনরপি হৃষিকেশ আসিয়া সে বনে
চিন্তিছেন আজি সদা তোমাকেই মনে।
জপিছেন তব কথা মন্ত্রের মতন,
কুচ-আলিঙ্গন-সুধা ভুঞ্জিবারে মন।"

একাদশ সঙ্গীত।

কীর্ত্তন সুর। তাল একতালা।

“বিলাসের সার যেই অভিসার
আগুসার তায় নাগর নিজে ;
কর না বিলম্ব, ও লো নিতম্বিনি,
অনুসর সেই হৃদয়-রাজে।
ধীর সমীরণে যমুনা-পুলিনে
বসিয়া কেশব কানন মাঝে ;
গোপিনি-নিকর- পীন-পয়োধর
সে চারু চিকণ করেতে রাজে।
করি তব নাম রসিক সে শ্যাম
অবিরাম, শুন বাজায় বাঁশী ;
অতি প্রিয় গণে সেই রেণু-কণে
তোমারে পরশি লাগে যা আসি।
রচিয়া শয়ন রাধিকা-রমণ,
চৌদিকে চকিত নয়নে চাহে ;
পাখিটী উড়িলে, পাতাটী নড়িলে,
তব আগমন গণেন তাহে।

কেলি-প্রতিকূল মুখর চঞ্চল
নূপুর তোমার ত্যজলো ধনি ;
তমো-পুঞ্জ-ময় কুঞ্জ-মাঝে চল
পরিয়া সুনীল নিচোল খানি।

হারে সুশোভন মদন-মোহন
শোভে, যেন ঘন বলাকা-সাজে ;
তড়িতের সম শোভিবে গো তুমি
সে শ্যাম-সুন্দর হৃদয়-মাঝে।
(পূরব জনম সুকৃতি ফলে)
(রতি বিপরীতে মাতিবে যবে)
খুলিয়া মেখলা, হে কমল-মুখি,
জঘন-দুকূল শিথিল করি,
কিশলয়-দলে করিয়া শয়ন
তোষ গো আপন প্রাণেশ হরি।
হরি, হৃদয়ের নিধি, হৃদয়ে পাবে)
অভিমানী হরি, ও রাই কিশোরি,
দেখনা পোহায়ে আসিছে নিশা ;
রাখ মোর কথা, চল ত্বরা করি,
পুরাও তাঁহার প্রণয়-আশা।”
কবি জয়দেব কেশবে সেবিয়া,
অতি রমণীয় এ কথা ভনে ;
সদয় হরির চরণে প্রণাম
কর হে সকল ভকত-গণে।

“কভু ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস, কভু পথ চায়
কুঞ্জের বাহিরে গিয়া তোমার আশায় ;
কভু বা পশিয়া কুঞ্জে না হেরি তোমায়
কতই বিলাপ করে অস্ফুট-ভাষায় ;

কভু বা রচিয়া শয্যা চৌদিকে নেহারে,
মদন-পীড়ন বড় করিতেছে তাঁরে।

তব মান সহ দেখ ভানু অস্তে যায়,
প্রিয়-আশা-সম নিশা হ'ল ঘোর তায়;
রথাঙ্গ-স্বনন-সম শুনি মোর বাণী
চল ত্বরা অভিসারে, শুভক্ষণ জানি।

ঘোর অন্ধকারে ভ্রমি দোঁহে দোঁহা তরে
কথায় চিনিবে যবে দোঁহে পরস্পরে,
নখাঘাত-আলিঙ্গন-অধর-চুম্বনে
বিলাস-রসেতে মত্ত হয়ে দুই জনে
কেলি-রঙ্গে মিটাইয়া প্রেম-পিপাশায়
পাবে যে শরম, মরি কত সুখ তায়।
চমকি চৌদিকে চাহি মন্থর-গমনে,
প্রতি-বৃক্ষ-তলে তিষ্ঠি বিশ্রাম-কারণে,
আঁধারে হরির পাশে গেলে, লো সুমুখি,
প্রেমাধার তোমা হেরি হবে কত সুখী।"

রাধিকার মুখ-পদ্মে অলি-সম যিনি,
ত্রিলোক-মুকুট-বৃন্দাবন-নীলমণি,
প্রদোষ-সমান যিনি গোপী-সন্তোষণে,
হরেন ধরার ভার নাশি দৈত্য-গণে,
কংসের নিধনে যিনি ধূমকেতু-প্রায়,
দেবকী-নন্দন সেই রক্ষুন তোমায়।

MAHARAJAH'S LIBRARY
23 NOV. 1913
COOCH BEHAR.

ষষ্ঠ সর্গ।

যদিও রয়েছে তাঁর অভিসারে মন,
বিরহ-বেদনে কিন্তু চলে না চরণ।
তাই আজি বসে রাই নিকুঞ্জ-কুটীরে ;
সখী সেই কথা কহে উৎসুক হরিরে।

দ্বাদশ সঙ্গীত।

(মধূকানের "দেখিলাম শ্রীবৃন্দাবনে"—সুরের মত)

"কাঁদে রাই শ্রীবৃন্দাবনে, সেই নিকুঞ্জ-কাননে,
'কোথায় প্রাণের হরি' সঘনে বলে বদনে।

হিয়ার আবেশ ভরে চৌদিকে তোমারে হেরে,
(ভাবে) পিয়িতেছ যেন তুমি অধর-সুধা সে বদনে।

চলে যেতে অভিসারে নব অনুরাগ ভরে,
বিধুরা বিরহে তব ঢলে পড়ে ধরাপরে ;

কুবলয় কিশলয় হয়েছে তাঁর বলয়,
বাঁচিছে তোমার প্রেম-আশা-রবির-কিরণে।

কভু বা তব ভূষণে সাজিয়ে অতি যতনে
নিজাঙ্গ শ্যামাঙ্গ বলি নিয়ত ভাবিছে মনে ;

'কেন হরি অভিসারে সই লো বিলম্ব করে,'
কহে রাই বারে বারে কভু সহচরী-গণে।

ঘন-শ্যাম তমো-পুঞ্জে নেহারি রাই নিকুঞ্জে,
অধীরা চুমিতে চাহে শ্যাম তাহে ভাবি মনে।

তোমার বিলম্বে ধনী কভু কাঁদে পাগলিনী,
আবার তোমার তরে সাজায় সুতনু খানি।
শ্রীজয়দেবের গীত রসিক জনের চিত
সাজাক আনন্দে এবে হরি-প্রেম-বিভূষণে।

"মদন-তরঙ্গ তাঁর অন্তরে উথলে,
ডুবিছে মৃগাক্ষি তব প্রেম-সিন্ধু-জলে।
সে জলে ডুবিয়া, হরি, তোমার ধেয়ান
কোন মতে বাঁচাইছে আজি তাঁর প্রাণ।
পুলকিত-তনু কভু, কভু বা শিহরে,
কভু বা করুণ-স্বরে পরিতাপ করে।

কতবার পরিছেন অঙ্গেতে ভূষণ,
কতবার করিছেন পুনঃ উন্মোচন;
পত্র-সঞ্চলনে গণি তব আগমন
কতবার করিছেন শয্যা-বিরচন।
তব সহ প্রেম-লীলা করিয়া চিন্তন,
কোন মতে জীয়ে রাই আছে এতক্ষণ।
আজি রজনীতে কিন্তু জীয়ে কি না জীয়ে,
যদি না বাঁচাও তাঁরে দরশন দিয়ে।"

"কৃষ্ণ-সর্প-কেলি-ভূমি এ ভাণ্ডীর-বনে
থেক না, যাও হে ওই নন্দের ভবনে,
সুখে রবে;" ইহা বলি কৃষ্ণের সদনে
প্রদোষে পাঠান রাধা যে পথিক-জনে,

সেজন-বচনে বুঝি সঙ্কেত রাধার
পিতারে লুকায়ে কৃষ্ণ কি মর্ম্ম তাহার,
কহিলেন তারে যেই প্রশংসা-বচন ;
জয়-যুক্ত হোক তাহা সদা সর্ব্বক্ষণ।

সপ্তম সর্গ।

পূর্ব্বদিকে হেনকালে উদিলেন ইন্দু,
দিগঙ্গনা-মুখে যেন চন্দনের বিন্দু ;
উজলি কিরণে বৃন্দাবন-অভ্যন্তর,
বিকাশিয়া অঙ্কপরে কলঙ্ক-নিকর।
কিরণে কুলটা-গণে মাতায়ে মদনে
অক্ষম তাদের করি সতীত্ব-রক্ষণে,
কুলটার রোগ-মত ঘঠে পাপ তাঁর ;
সে পাপ ধরিল যেন কলঙ্ক-আকার।

উদিল চন্দ্রমা তবু মাধব না আসে,
বিধুরা শ্রীরাধা কাঁদে সকরুণ-ভাষে।

ত্রয়োদশ সঙ্গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা)।
("সখি আমায় ধর ধর" সুরের মত)

"সময় যে গেল গেল, কুঞ্জে কালা নাহি এল,
হায় যে বিফলে গেল (মম) সুখের যৌবন।

কার বা শরণ লই, বঞ্চিল আমারে সই,
এখন কোথায় যাই, (হায়) হ'ল না মরণ।
যার আশা বাঁধি প্রাণে নিশীথে আইনু বনে,
সে মোরে দিল ভীষণ (হেন) মদন-বেদন।
মিছা বা আইনু কেন, কেমনে সহিব হেন
ঘোর বিরহ-দহন, (হায়) হ'ল না মরণ।
এ সুখ বসন্ত-রাতি আমারে পীড়িছে অতি,
ভুঞ্জে কোন্ পুণ্যবতী (সেই) মুরারি মোহন।
অঙ্গে করেছি ধারণ মণি-বলয়-ভূষণ,
হরি-বিরহে এখন (সেও) হল যে দূষণ।
কাতর কুসুম-শরে ফুল-সম কলেবরে
পীড়িছে প্রসূণ-হার, (ঘোর) বিষম-বেদন।
বিজন বঞ্জুল-বনে বসে আমি শূন্য-মনে,
হরি মোরে এবে মনে (হায়) না করে গণন।"
হরি-পদে যার মতি শ্রীজয়দেব-ভারতী
যেন প্রেয়সী যুবতী (হোক্) হৃদয়-শোভন।

"সঙ্কেত-নিকুঞ্জে নাথ এখনো না এল,
তবে কি অপরা তরে অভিসারে গেল ?
অথবা খেলে কি প্রিয় বন্ধু-গণ সনে,
কিংবা পথ ভুলিয়াছে অন্ধকার-বনে ?
হেন মনে লয় মোর, বিরহেতে ক্লান্ত,
পারে না চলিতে পথ মোর "প্রাণ-কান্ত।"

সেই কালে সহচরী তথায় আসিল,
হরি নাই তার সনে শ্রীরাধা দেখিল।
বাক্য-হীনা সুবিষণ্ণা হেরিয়া তাহারে,
ভাবে নাথ বিহরেন লয়ে অপরারে।
ভাবিতে সে ভাব যেন প্রত্যক্ষ হেরিল,
এরূপে সখীরে তবে কহিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ সঙ্গীত।

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল একতালা।

(রাজা শ্রীশচন্দ্রের "কেও রমণী নীরদবরণী' গানের সুরের মত।)

"কোন্ পুণ্যবতী রসিকা যুবতী
হরি সঙ্গে এবে বিহার করিছে।
কেলি-রণোচিত সাজেতে সজ্জিত,
কবরী কুসুম এলায়ে পড়েছে।

আলিঙ্গনে তাঁর বেড়েছে বিকার,
নাচিছে চঞ্চল কুচ-পরে হার,
সুষমা-আধার বদন তাঁহার,
চঞ্চল অলকে সুন্দর রাজিছে।

চুমি অনুরাগে করি সুধা-পান,
আবেশে বিভোরা মুদিছে নয়ান ;
নাচিছে জঘন বাজিছে রশন,
চঞ্চল কুণ্ডল কপোলে দুলিছে।

নাগরে দেখিয়া লাজেতে সহাস,
কেলি-রঙ্গে মৃদু সুমধুর ভাষ,

অনঙ্গ-বিকাশ, ঘন বহে শ্বাস,
কম্পিত সুতনু নয়ন মুদিছে।
কেলি-রণ-শ্রান্ত হৃদয়ে পতিত,
শ্রম-জল-ধারে তনু সুশোভিত ;”
জয়দেব-গীত হরি-নানামৃত
কলির কলুষ বিনাশ করিছে।

‘‘মনসিজ-সখা শশী অস্তাচলে যায়,
মদন-বেদনা বটে কমিছে তাহায় ;
কিন্তু নেহারিয়ে পাণ্ডু তাহার কিরণে,
বিরহেতে পাণ্ডু হরি-মুখ পড়ে মনে,
বাড়িছে তাহাতে পুন বিষম এখন
হৃদয়ে আমার সই মদন-বেদন।”

পঞ্চদশ সঙ্গীত।

রাগিণী সাহানা। তাল ঝাঁপতাল।

‘‘যমুনা-পুলিন-বনে হরি আনন্দিত-মনে
সাজান প্রিয়ারে কেলি-পরে ;
মুখে মৃগমদ দিয়া তিলক দেন আঁকিয়া,
মৃগাঙ্ক যেমন শশধরে।
মদন-মৃগের কম বিহার-কাননসম
ঘন-শ্যাম প্রেয়সী-চিকুরে,
কুরুবক পুষ্পদাম যতনে রাখেন শ্যাম
চপলা যেমন ঘন-পরে।

সে মুখ দেখিয়া পরে মদন-আবেশ-ভরে
চুম্ব-দান করেন অধরে ;
হেরি সে কেশের ভার তরুণ আনন তাঁর
সচঞ্চল উল্লাসের ভরে।

ঘন কুচ যুগাকাশে নখ-চিহ্ন, যেন হাসে
বালশশী নীলকাশ-পরে ;
পরান সে কুচ-পরে মণিময় চারু হারে,
তারা যেন সুনীল অম্বরে।

রাজে শীত করতল প্রিয়ার ভুজে কোমল,
নলিনী যেমন নাল-পর ;
সে ভুজে পরান হরি মরকত বালা, মরি
সরসিজে যেমন ভ্রমর।

যেন মদন-ভবন প্রিয়ার জঘন ঘন,
কিংবা স্মর-সুবর্ণ-আসন ;
মাল্য-সম সুরশনে ভূষি সে গৃহ-তোরণে,
বাড়ে তাঁর প্রেম-আকিঞ্চন।

কিশলয়-সুকোমল প্রিয়া-চরণ-কমল,
মণি সম নখে সুশোভন ;
অলক্তে রঞ্জিত করি বহির্ব্বাস-সম হরি
হৃদয়ে ধরেন সে চরণ।

এরূপে অপরা-সঙ্গে কপট সে কালা রঙ্গে,
মোরে বঞ্চি করিছে বিহার ;

বিষাদে কেন স্বজনি বিফলে যাপি রজনী,
এই ঘোর বিপিন-মাঝার ?"
মুরারি-চরণ স্ম'রে জয়দেব-কবি করে
সুধাময় হরি-গুণ-গান ;
নাশুক সে গীত ধার কলির কলুষ-ভার
বিমোহিয়া ভকত-পরাণ।

"যদি সে নির্দ্দয় হরি নাহি এল সহচরি,
দুঃখ কি তোমার, দূতী তুমি ?
সুখে বহু রামা-সঙ্গে বিহরে সে শঠ রঙ্গে,
তব দোষ দেখি না ত আমি।
তবু সে প্রিয়ের তরে বিষম আবেগ-ভরে,
হইয়ে আকৃষ্ট গুণে তাঁর
দেখ এ দুর্ব্বল চিত হ'য়ে কত বিচলিত
যেতেছে লো নিকটে তাঁহার।"

ষোড়শ সঙ্গীত।

রাগিণী মল্লার। তাল কাওয়ালি।

"নয়ন-যুগল যাঁর চল নীলোৎপলাকার,
যে লো সেই শ্যাম-সঙ্গে বিহার করিছে রঙ্গে,
দহে না শয়নে তারে কিশলয়-দল।
বদন-মণ্ডল যাঁর ফুল্ল-কমল-আকার
যে লো সেই শ্যাম-সঙ্গে বিহার করিছে রঙ্গে,
স্মর-শর-জাল অঙ্গে বিঁধে না তাহার।

মৃদু-মধুর-বচন শ্রবণে করি শ্রবণ
যে লো শ্যাম-রায়-সঙ্গে বিহার করিছে রঙ্গে,
দহে না তাহার দেহ মলয়-পবন।

কর-পদাম্বুজ যাঁর স্থল-অম্বুজ-আকার,
যে লো সেই শ্যাম-সঙ্গে বিহার করিছে রঙ্গে,
হিমাংশু-কিরণে অঙ্গ দহে না তাহার।

সজল-জলদ-সম যাঁর দেহ-কান্তি কম,
যে লো সেই শ্যাম-সঙ্গে বিহার করিছে রঙ্গে,
জ্বলে না তাহার হৃদে বিরহ বিষম।

কনক-কান্তি-আধার সই চারু বাস যাঁর,
যে লো সেই শ্যাম-সঙ্গে বিহার করিছে রঙ্গে,
পরিজন-পরিহাস কি করে তাহার।

সকল-ভুবন-বর যেই রসিক-নাগর,
যে লো সেই শ্যাম-সঙ্গে বিহার করিছে রঙ্গে,
করুণ শোকেও তারে না করে কাতর।”

জয়দেব-কবি কয় এই বচন-নিচয়
সুমধুর সুমোহন আর অতি সুশোভন,
হোক তাহে ভক্ত-চিত হরি-প্রেমময়।

“হে মলয়-সমীরণ, বহিয়ে দক্ষিণ হতে
পেয়েছ যে ‘দক্ষিণ’ এ নাম ;
হও সুপ্রসন্ন তবে, ওহে মনসিজ-সখা,
কেন হও মোরে তুমি বাম ?

তুমি জগতের প্রাণ আগে আন মোর প্রাণ
শ্যাম-রায়ে আমার সম্মুখ ;
হয়েও জগৎ-প্রাণ পরে যদি মোর প্রাণ
হর, তাহে নাহি মোর দুঃখ।

সখীগণ-সহবাস অরি-সম লাগে মোরে,
অগ্নি যেন শীতল পবন ;
বিষ-সম বোধ হয় সুধাকর-কর-চয়,
দহিছে সদাই মোর মন ;
নির্দ্দয় সে মোর প্রতি তবু সদা তার পানে
চিত ধায়, মানে না বারণ ;
দুর্ব্বল রমণী-হৃদে দুর্নিবার মনোরথ
করে প্রতিকূল আচরণ।

মলয়-অনিল তুমি দাও হে বেদন,
পঞ্চ-শর তুমি মোর নাশ হে জীবন,
হে যমুনে আমি ঘরে ফিরিব না আর,
তরঙ্গে অঙ্গের জ্বালা জুড়াও আমার।"

রাধার নিচোল নীল পরে শ্যাম-রায়,
তাঁর পীতবাস শোভে রাধিকার গায় ;
দেখিয়ে প্রভাতে উচ্চে হাসে সখি-গণ ;
চঞ্চল কটাক্ষে লাজে যে হরি তখন
হাসি-মুখে হেরে রাধা-বদন-কমল ;
সেই হরি জগতের করুন মঙ্গল।

অষ্টম সর্গ।

বিরহে মদন-শরে ব্যথা অতিশয়,
ঘোর যাতনায় রাই যামিনী যাপয়।
তথাপি প্রভাতে যবে আসিয়া রমণ
পায়ে ধরি কহিলেন বিনয়-বচন,
নারিলা কিশোরী নিজ কোপ সম্বরিতে ;
এরূপে তাঁহারে তবে লাগিলা কহিতে।

সপ্তদশ সঙ্গীত।

কীর্ত্তনসুর। তাল একতালা।

"নিশা-জাগরণে ঢুলু ঢুলু দুটী
অরুণ নয়নে হতেছে মনে,
রাঙ্গিয়াছে যেন অনুরাগে তার,
যাপিলে যামিনী যাহার সনে।

যাও যাও হরি, যাও যাও যাও,
মন-রাখা কথা আর কওনা ;
যাও হৃষিকেশ যাও তার পাশে
নাশিবে বিষাদ যেই ললনা।

কাজল-মাখান চখেতে চুমিয়ে
অরুণ অধর হয়েছে কাল,
শ্যামল শরীরে শ্যামল অধর
ওহে শ্যাম-রায় সেজেছে ভাল।

বিলাস-সময়ে সুনীল শরীরে
পড়েছে নখরে আঁচড়-রেখা ;
মরকতে যেন সোণার আখরে
বিরাজে মদন- বিজয়-লেখা ।

অলক্ত-রঞ্জিত- চরণ-নিশান
নিরখি তোমার হৃদয়-মাঝে ;
অন্তরের যেন প্রণয়-তরুর
নব-কিশলয় বাহিরে রাজে ।

দশন-নিশান অধরে তোমার
হরি হে আমার মরম দহে ;
এখনো কেন হে তব তনু হতে
ভাবি তনু মোর পৃথক নহে ?

শরীরের মত মানস তোমার
হয়েছে মলিন বুঝি হে হরি ?
সেই সে কারণে বঞ্চনায় তব
পঞ্চ-শর-শরে পুড়িয়া মরি ।

বিচিত্র কি তায় তুমি যে গোপাল
অবলা বধিতে বেড়াবে বনে ;
দিয়া কি যাতনা নাশিলে পুতনা
শিশু-কালে তুমি, সবাই জানে ।”

রসিক পণ্ডিত কবি-জয়দেব
খণ্ডিতা-যুবতী- বিলাপ ভনে ;

স্থধার সমান স্বরগ-বিনিন্দি,
শুন হে সকল ভকত-গণে।

"শঠ হে চাহিয়া দেখ রঞ্জিত হৃদয় নিজ
প্রিয়া-পদ-অলক্তে কেমন ;
যেন তার তরে তব অন্তরের অনুরাগ
ফুটিয়াছে বাহিরে এখন।
মোর প্রতি তোমার সে অনুরাগ ঘুচে গেছে,
হয় বটে শোক মম তাহে ;
কিন্তু তব হৃদে আজি অলক্ত-নিশান দেখি
শোক চেয়ে লাজ মোরে দহে।"

মোহন ভঙ্গীতে কিবা হেলাইয়া শির,
ছড়ায়ে চূড়ার তায় মন্দার রুচির,
আকর্ষি কুরঙ্গী-নেত্রী গোপাঙ্গনা-গণ,
(মহা-মন্ত্রে করি যেন স্তব্ধ মুগ্ধ মন,)
করেন কেশব যেই বংশীর বাদন ;
করে যাহা দেব-গণ-দুঃখ-নিবারণ,
(করিয়ে দলন দুষ্ট দানবের দল,)
করুক সে বংশীরব তোমার মঙ্গল।

নবম সর্গ।

হরির এ আচরণ ভাবিয়ে তখন
ব্যথা পেয়ে প্রাণে রাধা বিষাদিত-মন।

কহে সখী দেখি তাঁরে কলহান্তরিতা
প্রণয়ে বঞ্চিতা আর মদনে পীড়িতা।

অষ্টাদশ সঙ্গীত।

রাগিণী সোহিনী। তাল একতালা।

মলয়-অনিল বহে, হরি অভিসারে,
কি সুখ পাইবে বল রহিয়া আগারে;
ও মানিনি মান এবে সাজে না তোমারে।

কেন লো বিফল কর এ কুচ-কলস,
তাল ফল হতে গুরু, কত বা সরস।

কতই কহিল হরি মধুর বচন
তুষিতে তোমারে, তারে ত্যজ না কখন।

বিষাদে কেন লো মিছে করিছ রোদন,
হাসিছে তোমারে দেখি আর রামা-গণ।

কোমল-কমল-দল- শীতল-শয়নে
হেরিয়া নাগরে কর সফল নয়নে।

বিষাদ কেন লো এত হ'ল তব মনে,
আমার এ উপদেশ শুনহ শ্রবণে।

তোষ সে প্রাণেশে গিয়া মধুর বচনে,
কেন লো প্রমাদ এত গণিতেছ মনে?"

শ্রীজয়দেবের এই মধুর সঙ্গীত
মোহিত করুক যত প্রেমিকের চিত।

"কতই সাধিল করি মিষ্ট সম্ভাষণ,
তুমি লো কহিলে তারে কঠিন বচন;
কতই ধরিল পায়ে কিছু না কহিলে,
উৎসুক নাগরে তুমি বিমুখী হইলে;
দেখালে বিরাগ তুমি অনুরাগে তার,
এই আচরণ ভাল সেজেছে তোমার।
সব বিপরীত তব হয়েছে এখন,
চন্দনে গণিছ সখি বিষের মতন;
হিম-কর দিন-কর সম হইয়াছে,
আনন্দ যাতনা, হিম অগ্নি, তব কাছে।"

বিপুল পুলকে ইন্দ্র-আদি-দেব-গণ
যে চরণ সমাদরে করিছে বন্দন;
দেব-মুকুটের নীল-মণিগণ করে
যে চরণ নীল-ইন্দীবর-শোভা ধরে;
মন্দাকিনী অবিরল সুধা-সম ঝ'রে
যে চরণ সদা স্নিগ্ধ সুশীতল করে;
সে চরণ-সরসিজে করি হে বন্দন,
করিতে আমার সব অশুভ-বারণ।

দশম সর্গ।

ধীরে ধীরে দূরে গেল কিশোরীর মান,
বিরহে বহিল শ্বাস, বিষণ্ণ-বয়ান।

প্রদোষে সলাজে রাই চান সখি-পানে,
আসি তারে কন হরি আনন্দে সেখানে।

ঊনবিংশ সঙ্গীত।

রাগিণী বিভাস। তাল ঝাঁপতাল।

"কিঞ্চিৎ ভাষিলে হাসি দশন-কিরণ-রাশি
বিনাশিবে অতি ঘোর এ ভয়-তিমিরে;
লোচন চকোর মোর পিয়িবে হইয়ে ভোর
তব ও বদন-সুধাকর-সুধাধারে;
হে সুশীলে মিছা মান ত্যজ লো অচিরে।
মদনের হুতাশন দহিছে আমার মন,
বদন-কমল-মধু দেহ পিয়িবারে।
সত্যই যদি সুদতি কোপিনী আমার প্রতি,
হান খর আঁখি-শর আমার উপরে,
বাঁধহ পশারি হাত করহ দশনাঘাত,
করহ যা কিছু ভাল লাগে লো তোমারে।
ভূষণ আমার তুমি, জীবন আমার তুমি,
রতন আমার তুমি ভব-পারাবারে।
একান্ত এ অভিলাষ করে তব এই দাস,
অনুরাগবতী সদা রহ মোর পরে।
নীল-কুবলয়-সম তোমার নয়ন কম,
রাগে রক্ত-শতদল-শোভা এবে ধরে;
কুসুম শর-সহায়ে আমারো এ কৃষ্ণ-কায়ে
অনুরাগে রঞ্জি লহ নিজ অধিকারে।

'পর কুচ-কুম্ভোপরি রুচির মণি-মঞ্জরী,
হৃদয় শোভিবে কিবা চঞ্চল সে হারে;
বাজুক ঘন জঘনে কাঞ্চি রুণু-রুণু-স্বনে,
মদন-নিদেশ ধনি জানায়ে আমারে।

স্থল-কমল-গঞ্জন মম হৃদয়-রঞ্জন,
সুন্দর শোভন যাহা প্রণয়-বিহারে,
আদেশ লো সুবচনে, সাজাইব সে চরণে
সরস শোভন রক্ত অলক্তক-ধারে।

কাম-গরল-বারণ শোভন তব চরণ
কর লো অর্পণ শুভে আমার এ শিরে;
মদন-বেদনানলে সদা এ হৃদয় জ্বলে,
ঘুচাও সদয় হয়ে বিষম বিকারে।"

জয় পদ্মাবতি-পতি জয়দেব-সুভারতী,
সতত সুপরিচিত প্রেমিক-মাঝারে;
যাহে আছে প্রকাশিত মুর-রিপু-বিরচিত
প্রণয়-বচন-চয় তুষিতে রাধারে।

"পীন স্তন আর ঘন জঘন তোমায়
সর্ব্বদা ব্যাপিছে রাই অন্তর আমার,
বিনা পঞ্চ-শর আর অপর কাহার
নাহি স্থান প্রবেশিতে অন্তরে আমার।
বৃথা শঙ্কা তবে ধনি ত্যজ লো এখন;
হে কিশোরি, কর আজ্ঞা করি আলিঙ্গন।

করহ দশনাঘাত, বাঁধ ভুজে মোরে,
দাও হে বেদন আরো পীন-স্তন-ভারে;
দুঃখ দিয়া পাও সুখ, দুঃখ নাহি তায়,
কিন্তু যেন স্মর-শরে দহে না আমায়।

মানিনি লো তোমার ও বিষম ভ্রূভঙ্গ
মোহে যুব-জনে যেন ভীষণ ভুজঙ্গ;
নাশিতে সে বিষ, মন্ত্র কিছু নাহি আর,
সিদ্ধ মন্ত্র, অধরের অমৃত তোমার।

মিছা কেন আছ মৌনে সুবিষম মানে,
কর প্রেমালাপ প্রিয়ে সুপঞ্চম-তানে।
নাশহ সন্তাপ ঘোর প্রেম-দৃষ্টি-ভরে,
সুমুখি বিমুখী কেন আমার উপরে?
সাধিতে এসেছি নিজে তব প্রেম-আশে,
করিও না অবিচার, ত্যজ না এ দাসে।

বাঁধুলি-রক্তিমা তব অধর ধরিছে;
মধূকের পাণ্ডু-কান্তি কপোলে রাজিছে;
সুনীল নলিন জিনি নয়ন তোমার;
তিলের কুসুম সম শোভা নাসিকার;
কুন্দ-কান্তি ধরে প্রিয়ে দশন তোমার;
বদন তোমার পঞ্চ-কুসুম-আধার।
তোমার সহায় মাত্র লয়ে ফুল-শর
জিনিবারে পারে এই বিশ্ব-চরাচর।

মদনে অলস প্রিয়ে তোমার নয়ন
সুরবালা মদালসা সম সুশোভন ;
ইন্দু-নিভ সুমধুর তোমার বয়ান
ইন্দুসন্দীপনী সুর-অঙ্গনা সমান ;
জন-মনোরম এই তোমার গমন
সুর-রামা মনোরমা সমান শোভন ;
রম্ভাতরু জিনি তব গুরু উরু-দ্বয়
অপ্সরা রম্ভার করে সৌন্দর্য্যেরে জয় ;
বিবিধ কলাতে তব বিহার সুন্দর
সুর-বালা কলাবতী সম মনোহর ;
চিত্রে লেখা যেন তব ভুরু-রেখা কম
অলকা-সুন্দরী চারু চিত্রলেখা সম ;
ভূতলবাসিনী হ'য়ে, একি চমৎকার,
তুমি সুর-কামিনীর কান্তির আধার ।”

যেই হরি কংস-করি-সনে ঘোর রণে,
হেরি তার কুম্ভ স্মরি রাধা-পীন-স্তনে
মদন-আবেশ-ভরে ক্ষণ-কাল তরে
অবশ হইয়ে পুনঃ তারে বধ করে ;
উঠে যাহে কংস-দলে শোক কোলাহল ;
সেই হরি তোমাদের করুন মঙ্গল ।

একাদশ সর্গ

মৃগনেত্রী কিশোরীরে তুষিবার তরে
বহুক্ষণ এই রূপে অনুনয় ক'রে
গেলেন কেশব কুঞ্জ-শয়নের মাঝে,
সাজায়ে শোভন তনু সুমোহন-সাজে।
আসিল প্রদোষ এবে দৃষ্টি-রোধ করি,
সুপ্রসন্না সুসজ্জিতা হইলা কিশোরী।
হেরিয়া তাঁহারে তবে প্রফুল্লিত-মন
সখী এইরূপে বলে মধুর বচন।

বিংশ সঙ্গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল একতালা।

("গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে"—গানের মত সুর)

"কহিয়া বহুত মধুর বাণী
চরণে ধরিয়া রমণ-মণি
বঞ্জুল-নিকুঞ্জে গেল এখনি
বিলাস-শয়ন-মাঝে।
এমন নাগর কোথায় পাবে,
সে জন সমান বশেতে রবে,
কেন লো বিহারে অলস তবে,
বিলম্ব এবে না সাজে।
নিবিড়-জঘন-কুচের ভারে
মন্থর গমনে চল বিহারে;

পিনহ মুখর মণি-মঞ্জীরে,
মরাল মরুক লাজে।

গাইছে পিক মদন-শাসন,
ভজ লো সজনি গোপি-রঞ্জন,
শুনহ চারু তরুণী-মোহন
মাধব-মুরলী বাজে।

হের লো সজনি লতা-নিকরে
দোলায়ে চঞ্চল প্রবাল-করে
যাইতে সঙ্কেত যেন লো করে,
আও লো বিলম্ব ত্যজে।

অনঙ্গে কুচ-কলসে তোমার,
তরঙ্গে যেন লো সলিল-ধার,
হের লো চঞ্চল নাচিছে হার ;
পুছ লো সে কুচে আজ,

নাচিছে কেন সে কিসের আশে,
বাঁধিতে চাহে কি ভুজের পাশে
প্রাণের অধিক সেই প্রাণেশে
অন্তরে সদা যে রাজে।

সঙ্গেতে করিয়ে সখীর সেনা
সমর-রঙ্গে বাজায়ে রশনা,
বিলাস-সমর-সাজে সাজ না,
চণ্ডি লো তেয়াগি লাজে।

কুসুম-শর-সমান নখর
শোভিছে সজনি করে তোমার,
সে করে ধরিয়ে সখীর কর
আও লো নিকুঞ্জ-মাঝে।
বাজায়ে হেম-কঙ্কণ সঘনে
জাগাও সজনি মন-মোহনে
সত্বরে আসিতে বিলাস-রণে
সাজিয়ে সমর-সাজে।”
করি বিদূরিত কনক-হার,
কণ্ঠে মুরারি-ভকত-জনার
শ্রীজয়দেবের সঙ্গীত হার
সতত যেন রে রাজে।

“সখি লো নিকুঞ্জে এবে তোমার রমণ
মনে মনে তোমারে চিন্তেন অনুক্ষণ ;
যেন তুমি হেরি তাঁরে প্রীতির নয়নে
অনুরত তাঁর সনে প্রেম-আলাপনে ;
অঙ্গে অঙ্গে তাঁরে যেন করি আলিঙ্গন
পাইছ অপূর্ব্ব প্রীতি বিহারে এখন ;
তমোময় কুঞ্জে যেন তোমারে নেহারি
যান তিনি আনিবারে হয়ে আগুসারি ;
মদন-আবেশে তাঁর সুতনু কম্পিত
পুলকিত আনন্দিত ঘর্ম্মাক্ত মোহিত।

রামাগণ অভিসারে যায় ত্বরা করি ;
মঞ্জু-কুঞ্জ-মাঝে সই, দিগন্ত আবরি,
অন্ধকার তা সবারে করে আলিঙ্গন,
হইয়া তাদের যেন সুনীল বসন ;
শ্যাম-সুষমায় সেই তমো-পুঞ্জ কাছে
আজি লো সজনি দেখ হার মানিয়াছে
অভিসারী-নারীগণ-নয়ন-অঞ্জন,
অশোক-স্তবক-শ্রেণী শ্রবণ-ভূষণ,
শ্যাম-সরোরুহ-রাজি শির-সুশোভন,
পীন-পয়োধরযুগে কস্তূরী-মণ্ডন ।

যায় অভিসারে হেম-কান্তি রামা-গণ ;
জ্বলিছে তাদের মণি-মঞ্জরী-কিরণ
তমাল-প্রবাল-সম শ্যাম-তমো মাঝে,
তাহাতে সে ঘন ঘোর অন্ধকার রাজে,
যেন স্বর্ণ-রেখাঙ্কিত নিকষ-পাষাণ
কষিতে তাদের প্রেম সুবর্ণ-সমান ।"

আসেন উজলি রাই নিকুঞ্জ-ভবনে
কেয়ূর-কঙ্কণ-হার-কাঞ্চির কিরণে ।
কুঞ্জ-দ্বারে হেরি কৃষ্ণে সলাজ-বদন,
রাধারে কহিছে সখী এরূপে তখন ।

একবিংশ সঙ্গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল কাওয়ালী।

"মঞ্জু কুঞ্জ-বনে বিহার-সদনে
চল চল রাই, কৃষ্ণ কাছে যাই,
বিহর লো প্রেম-রসে সহাস-বদনে।
পর কুচ-পরে কেলি-চল হারে,
চল চল রাই, কৃষ্ণ কাছে যাই,
বিহর অশোক-দল-শয়ন মাঝারে।
সাজে ফুল-সঙ্গে মদন স্থরঙ্গে,
চল সেথা রাই, কৃষ্ণ কাছে যাই,
বিহর কুস্থম-সম-স্থকুমার অঙ্গে।
মলয়-অনিল বহিছে শীতল,
চল সেথা রাই, কৃষ্ণ-কাছে যাই,
বিহর প্রণয়-গানে প্রাণ ঢল ঢল।
কিশলয়ে ঘন লতা কুঞ্জ-বন,
চল সেথা রাই, কৃষ্ণ কাছে যাই,
বিহর, অলস কেন নিবিড় জঘন?
করি মধু-পান অলি করে গান,
চল চল রাই, কৃষ্ণ কাছে যাই,
বিহর বিলাস-রসে ভাসাইয়া প্রাণ।
মধু-পানাকুল কল পিক-কুল,
চল চল রাই, কৃষ্ণ কাছে যাই,
বিহর দশন-শোভা বিকাশি অতুল।"

পদ্মাবতী-মন পরাণ-মোহন
জয়দেব প্রতি, ওহে রাধাপতি,
মঙ্গল-বিধান কর অশান্তি-বারণ।

"শ্রীকৃষ্ণ কাতর সখি কন্দর্পের শরে,
আরো বহুক্ষণ তোমা ভাবিয়ে অন্তরে,
চাহিছেন সুধা-পান তব বিম্বাধরে,
লাজ কি লো দাসে, শোভ তাঁর অঙ্কোপরে ;
তোমার কটাক্ষে মাত্র সে যে ক্রীতদাস,
চরণ-সরোজ-সেবা সদা করে আশ।"
মধুর নূপুর বাজে রুণু-রুণু-স্বনে,
পশেন কিশোরী আসি বিলাস-ভবনে।
রমণে দেখিতে তাঁর চঞ্চল লোচন,
লাজ-ভয়-আনন্দেতে সুন্দর গমন।

দ্বাবিংশ সঙ্গীত।

রাগিণী মিশ্র-ঝিঝিট। তাল আড়াঠেকা।
অথবা রাগিণী মিশ্র-বিভাষ। তাল কাওয়ালী।
(মধুকাণের সুর "দেখিলাম শ্রীবৃন্দাবনে" সুরের মত)

রাধার বদন হেরি প্রফুল্লিত-মুখ হরি,
ইন্দু-দরশনে যেন সিন্ধুর বারি-লহরী।
তাঁরি সহবাস-আশে প্রাণেশ পুলকে ভাসে,
মন বাঁধা তাঁরি পাশে, দেখি হরষিতা প্যারী।

সুনীল হৃদয় কিবা শোভে নিরমল হারে,
কালিন্দী-সলিল যেন সুবিমল ফেন-ভারে।
বেড়ি শ্যাম কলেবর শোভে কিবা পীতাম্বর,
পীত রেণুচয় যেন রাজে নীলোৎপলে বেড়ি।

সহাস-বদনে কিবা নেত্র-যুগ পরিপাটি,
শরতে সরোজে যেন খেলিছে খঞ্জন দুটি;
হাসি-মাখা সে কপোলে কনক-কুণ্ডল দোলে,
ফুটাতে যেন কমলে আছে রবি আজ্ঞাকারী।

কুসুমে সুকেশ শোভে, ঘন যেন শশী-করে;
ললাটে চন্দন বিন্দু, ইন্দু শোভিছে তিমিরে।
মুখেতে প্রণয়-বাণী, পুলকিত তনু খানি,
মণির কিরণে কিবা রমণী-মোহন-কারী।"
জয়দেব-গীত-হার বাড়ায় দ্বিগুণ যাঁর
শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার, ভক্তে রাখুন সে হরি।

হেরি নাথে আনন্দেতে ঝরে অশ্রুজল,
অপাঙ্গে দেখিতে লাজে নয়ন চঞ্চল,
যাইতে শ্রবণ-পথে করিয়া যতন
শ্রান্ত হয়ে করে যেন স্বেদ-বিমোচন।
কণ্ডূয়ন-ছলে করে ঢাকিয়া বদন
চাপি হাসি বাহিরিল সহচরী-গণ;
নির্ব্বিঘ্নে দোঁহার যাহে সম্মিলন ঘটে,
সখিগণ সাবধানে করে অকপটে।

মদন-আবেশ-ভরে কিশোরী তখন
দেখিতে লাগিল প্রিয়তমের বদন ;
ধীরে ধীরে শয্যাপ্রান্তে যাইয়া বসিল,
শরমে শরম যেন দূরে পলাইল।

মরিল কংসের করি যেই করাঘাতে ;
যে কর লোহিত হয়ে তার রক্তপাতে,
(যেন সেই করী-সনে রণ-মদে মত্ত,)
আপনি হইয়াছিল সিন্দুরে আরক্ত ;
কিংবা যেন জয়-লক্ষ্মী পূজিল মন্দারে ;
জয় সেই মুর-জয়ী শ্রীকৃষ্ণের করে।

দ্বাদশ সর্গ।

কুঞ্জ পরিহরি যবে সখীরা যাইল,
লাজের আবেশ তবে কিশোরী ত্যজিল।
মদন-আবেশে এবে সুন্দর হাসিছে,
সে হাসি-হিল্লোলে তাঁর অধর ভাসিছে।
প্রবাল-শয়ন-পানে চান বারেবার,
কহেন বুঝিয়া শ্যাম অভিলাষ তাঁর।

ত্রয়োবিংশ সঙ্গীত।

কীর্ত্তনসুর। তাল একতালা।

"পল্লব-শয়নে চরণ-কমল্
ও রাই কিশোরি রাখনা এবে ;
অরুণ আভায় সে পদ-পল্লব,
কিশলয়-দলে জিনিবে তবে।
একবার প্রিয়ে প্রাণের রাধিকে
দাসের কথাটী শুন লো এবে।

অনেক চলিলে নূপুর পরিয়ে,
রাখ এবে পদ শয়ন-পরে,
কর মোরে তায় নূপুর এখন,
সেবি সে চরণ এ মোর করে।

বদন চাঁদের সুধা-মাখা স্বরে
আদেশ আমারে কর লো দান,
হরিব সে বাস, আবরি যা কুচে
বিরহ-সমান দহিছে প্রাণ।

প্রিয়-আলিঙ্গন- রসেতে রসাল
পুলকিত এই কুচ-কলস,
দিওনা অপরে, রাখ মোর হৃদে,
মনসিজ-জ্বালা করহ নাশ।

অধরের সুধা দিয়ে পিয়িবারে
বাঁচাও লো ধনি মৃত এ দাসে,

তোমার কারণে বিরহ-আগুনে
পুড়িয়া এ তনু ছাড়ে বিলাসে।

কোকিল-কূজনে শ্রবণ কাতর,
বেদন আমার নাশ কামিনি,
শুনায়ে আমায় রুণু-রুণু-তানে
কণ্ঠ-স্বর-সহ রশনা-ধ্বনি।

কোপন কটাক্ষে বিকল করিয়ে
যেন মোর পানে চাহিতে লাজে
আসিছে বুজিয়ে নয়ন তোমার,
নাশ ওলো শ্রম বিষাদ ত্যজে।”

কবি-জয়দেব- রচিত সঙ্গীত,
মাধব-বিহার বর্ণিত যাহে,
বিনোদ মোহন প্রেমের সুরস
করুক উদিত রসিক-চিতে।

অতি ঘন আলিঙ্গনে অঙ্গে অঙ্গে সম্মিলনে,
প্রতিবাদী রোমাঞ্চ-নিচয়;
মদন-আবেশ-ভরে সদা হেরিবার তরে,
নিমেষ বিবাদী সদা হয়;
অধরের সুধা-পান করিবারে অনুক্ষণ,
প্রতিবাদী রস-সম্ভাষণ;
বিষম স্মর-সমরে আনন্দ-আবেশ করে
সদা প্রতিকূল আচরণ;

কিন্তু এই অরি-দলে তাঁদের বিহার কালে
হল অতি সুখের কারণ।

প্রিয়া-বাহু-বল্লী আজি শ্যামেরে বাঁধিছে ;
পীন পয়োধর-ভার তাঁহারে পীড়িছে ;
আঁচড় দিয়াছে অঙ্গে প্রিয়ার নখর,
দশনে খণ্ডিত চারু মাধব-অধর ;
ঘন জঘনের ভার করিছে কাতর ;
করে ধরি মাধবের চিকুর চাঁচর
মোহিয়া তাঁহারে অধরের সুধাদানে
কিশোরী আবেশে তাঁর শ্যাম তনু টানে ;
কামের কুটিল গতি বুঝিতে না পারি,
হেন নিপীড়নে কিবা সুখ পায় হরি।

বিহার সমরে কান্তে করিবারে জয়
মদনের অঙ্কে যেন লইয়া আশ্রয়
সাহসে আরম্ভে রাই প্রাণেশ-উপরে
বিহার-সমর ঘোর আবেগের ভরে।
পুরুষের কায নারী পারে কি কখন ?
নিস্পন্দ হইল তাঁর নিবিড় জঘন,
শিথিল হইল বাহু-বল্লীর বন্ধন,
খরশ্বাসে কাঁপে বক্ষ মুদিছে নয়ন।

অবশ রাধার তনু উল্লাসের ভরে,
কুরঙ্গ-নয়ন দুটী ঢুলু ঢুলু করে ;

অনঙ্গ-তরঙ্গে মুহু মুহু শিহরণ
মধুর বিকৃত করে তাঁহার কূজন ;
সে কূজনে মৃদু-হাস্যে দশনের কর
বিকাশি ভাতিছে তাঁর অরুণ অধর,
ঘনশ্বাসে স্ফীত কুচ আলিঙ্গন ক'রে
ধন্য মানি পিয়ে হরি সুধা সে অধরে।

অরুণ নখ-আঁচড় রাজে বক্ষদেশে,
আরক্ত নয়ন দুটী নিদ্রার আবেশে,
চুম্বনে অধর-রাগ মুছিয়া গিয়েছে,
খসেছে কুসুম, কেশ এলায়ে পড়েছে;
খুলিয়াছে শ্রীরাধার কাঞ্চির অঞ্চল ;
প্রভাতে পতির চখে এ বেশ সকল
বাজিতে লাগিল যেন পঞ্চশর-শর ;
আহত নয়ন মাত্র ব্যথিত অন্তর।

"এলাইয়ে কেশপাশ কত সুশোভন
অলক খসিয়ে কিবা ঢাকিছে বদন,
বিলাস-শ্রম-সলিলে কপোল সুন্দর,
দশন-নিশানে কিবা রাজিছে অধর,
কুচ-কুম্ভ-কান্তি হার গিয়াছে হারা'য়ে,
চারু চন্দ্র-হার কোথা আছয়ে পড়িয়ে ;
বিবসন শ্রোণী স্তন আবরিয়া করে
কতই সুন্দর মোরে হেরে লাজ-ভরে,

ভূষণ-বিহীনা তবু কিবা মনোহর ;
বিলাস-আবেশে মোর অবশ অন্তর।"

এইরূপে মনে মনে ভাবিছেন হরি ;
রতি-অন্তে ক্লান্ত-তনু শ্রীরাধা সুন্দরী
কহিলেন এইরূপে মধুর-বচনে
নাথেরে আদর ক'রে আনন্দিত মনে।

চতুর্ব্বিংশ সঙ্গীত।

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ। তাল ঠুংরী।

"হে যদু-নন্দন চন্দন-সমান-শীতল-শোভন-কমল-করে
কাম-কুম্ভ-সম কুচ-যুগ মম মৃগমদে কম কর সত্বরে,"
কহেন কিশোরী,"ওহে বংশীধারী,রচ তদুপরি,পত্র-নিকরে।

ভ্রমর-গঞ্জন মম বিলোচন, মনসিজ-বাণ কটাক্ষে যার,
সে মোর নয়নে রঞ্জহ অঞ্জনে,মুছেছে চুম্বনে কজ্জল তার।

নয়ন-কুরঙ্গে নর্ত্তন-তরঙ্গে পরশে সুরঙ্গে শ্রবণ-মূল,
সেথা হৃষীকেশ করহ নিবেশ মনসিজ-পাশ-সম কুণ্ডল।

কমল-গঞ্জন, এ মোর আনন,যেন অলিহীন,দেখনা রাজে,
রাখি ভৃঙ্গ-প্রায়,অলক তথায়,দেখ শ্যামরায়,কেমন সাজে।

শশাঙ্ক-সুন্দর,ললাট রুচির, দেখ শ্রম-নীর, শুকায়ে এবে,
মৃগ-মদে রায়,তিলক তথায়,কলঙ্কের প্রায়,রচিতে হবে।

স্মরের সুন্দর-কেতন-চামর-সম কেশ মোর, শিখণ্ড-কম,
বিলাস-সময়ে,পড়েছে এলায়ে,সাজাও হে তায়,চারু কুসুম।

গজেন্দ্র মদন, করিতে দমন, এ মোর জঘন,অঙ্কুশ-প্রায়,
সে ঘন জঘনে,সাজাও বসনে,মেখলা-ভুষণে,হে শ্যামরায়।”

কলুষ-খণ্ডন, মানস-মণ্ডন, হরির চরণ, অমৃতময়,
রাখিয়ে স্মরণে,জয়দেব ভনে,রেখ হে চরণে, হরি সদয়।

“কর মোর কুচ-যুগে পত্র বিরচন,
গণ্ড-যুগে আঁক চিত্র লইয়া চন্দন,
এ ঘন জঘনে রাখ মেখলা সুন্দর,
পরাও কুসুম-হার চিকুরে চাঁচর,
সাজাও এ ভুজ-যুগ মণি আভরণে,
নূপুর পরায়ে দাও এ মোর চরণে ;”
শুনিয়া রাধার এই মধুর আদেশ
প্রীত পীতাম্বর তাঁর রচিলেন বেশ।

নাগ-রাজ-শিরে শুয়ে যেই বনমালী
ফণা-মণি-গণে নিজ প্রতিবিম্ব ঢালি,
ধরেন অনেক দেহ যেন হেরিবারে
শত-চক্ষে শ্রীচরণ-কিঙ্করী পদ্মারে ;
সর্ব্বব্যাপী-রূপ যাঁর এরূপে ধারণ,
সেই হরি তোমাদের করুন রক্ষণ।

"ক্ষীর-সিন্ধু-তলে যবে বরিলে আমারে,
হেন মনে লয়, যেন না পেয়ে তোমারে
করিলেন পান হর হলাহল-রাশি ;"
এইরূপে পূর্ব্বকথা রাধারে সম্ভাষি,
যেই হরি কিশোরীরে করি অন্য মন
নিক্ষেপি বক্ষের তাঁর সুচারু বসন
কমল-কোরক-কুচ করেন দর্শন ;
সেই হরি তোমাদের করুন রক্ষণ।

মধুর সঙ্গীতে যদি কর অভিলাষ,
হরির চিন্তনে যদি থাকে হে প্রয়াস,
আদিরস মহা-প্রেম-তত্ত্বে যদি মন,
চাও যদি করিবারে কাব্যের রচন,
সুধীগণ পাবে এই সকল আনন্দে
হরি-প্রাণ-জয়দেব-শ্রীগীতগোবিন্দে।

হে মধু তোমারে মিষ্ট কে আর বলিবে,
শর্করে তুমিও এবে কর্কশ হইবে,
দ্রাক্ষা হে তোমারে কেবা করিবে দর্শন,
ওহে চূতফল তুমি করিবে রোদন,
ক্ষীর হে আস্বাদ তব হবে যেন নীর,
কান্তার অধর যাবে তলে ধরণীর,
শ্রীজয়দেবের এই মহা-প্রেম-গীত
যতদিন ধরাতলে রবে প্রকাশিত।

শ্রীগীতগোবিন্দ জয়দেব বিরচয়,
ভোজদেব-বামাদেবী-সুপ্রিয়-তনয়,
পরাশর আদি ঋষি যারে ভালবাসে,
থাকুক এ গীত সেই বন্ধুগণ-পাশে।

সমাপ্ত।

MAHARAJAH'S LIBRARY
23 NOV 9
COOCH BEHAR